আমরা হিন্দু, স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ, আছে—ইহলোক ও পরলোক দৃঢ়ভাবে সম্বন্ধ, ইহা বিশ্বাস করি; তিনি পরলোকগত হইলেও আমাদের সহিত তাঁহার যে সুমধুর সম্পর্ক, তাহা ছিন্ন হয় নাই। তিনি গিয়াছেন বটে, তবে তাঁহার সাধনার আদর্শ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। তিনি তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্যের হৃদয়-মন্দিরে অধিষ্ঠিত আছেন। তাহাদের হৃদয়ে যে প্রেরণা দিয়া গিয়াছেন, জ্ঞানজীবনে তাহাদের মধ্যে যে রসানুভূতির উদ্বোধ করিয়াছেন, যে সাহিত্য-প্রীতির সঞ্চার করিয়াছেন—সেই কর্ম্মধারা ত নষ্ট হইবার নহে, নিত্য প্রবহমান। এই কর্ম্মপ্রবাহ অবলম্বন পূর্ব্বক তিনি তাঁহার ছাত্র ও সহকর্ম্মাদের মধ্যে নিত্য সজীব রহিয়াছেন। আমরা যদি এই মহৎ ও উচ্চ আদর্শ নিজের জীবনে অনুসরণ করিতে পারি, তবেই আমার ধন্য—কৃতার্থ হইব।

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (অধ্যাপক)

মহাপ্রস্থান।

সন্ধ্যা না হ'তে তোমার ঘাটেতে এ'ল ওপারের সোনার না',
অমনি সহসা হাসিমুখে তুমি তাহার উপরে রাখিলে পা।
বুঝিলে না, হায়, তোমার বিদায়—অচিন রাজ্যে যাত্রা আজ
নিল হাসোদের বক্ষের'পরে কি যে দুঃসহ, দারুণ বাজ!

অন্তর ঘনবেদনা-বিধুর বাধা নাহি মানে চোখের জল,—
তুমি যে মোদের ছাড়িয়া চলিলে, আঁধার করিলে হৃদয়-তল !
নির্ম্মম এত, নিষ্ঠুর এত, নির্দ্দয় তুমি জানিনে যে !
জানিলে তোমারে আপনার করি বক্ষের পরে টানিত কে ?

চ'লে গেলে তুমি। কোথাও তোমারে খুঁজিয়া পাব না,—
এ কথা ঠিক,
অশ্রু-পাথেয় ল'য়ে তবু মন ঘুরিয়া মরিছে দিগ্‌বিদিক্।
বাঙ্গালীর তুমি কি ধন ছিলে যে, কত অনর্ঘ রত্ন যে,
ভাষা দিয়ে তা'র স্বরূপ প্রকাশ অতি নিষ্ফল যত্ন সে।

পাশ্চাত্যের চিন্তাধারায় নিষ্ণাত তুমি অসাধারণ,
ইউরোপ—সেও ধন্য হইত তোমারে বক্ষে করি ধারণ।
তবু কোনোদিন পলকেরো তরে বিশ্বগ্রাসী ভক্তি তা'র
টলা'তে জীবনে পারেনি তোমার প্রাচ্যচিত্ত দুর্নিবার।

তুমি ছিলে খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরে স্বধর্ম্মৈকনিষ্ঠপ্রাণ,
আজীবন তুমি মানিলে তাহার আচার বিচার অনুষ্ঠান।
সিন্ধুপারের জ্ঞান-সম্পদ্ আহরণ করি যতনে, তায়
আপনার দেশে বিতরিলে তুমি পুণ্যমধুর মা'র ভাষায়।

সেক্ষপীরের অতল প্রতিভা ক্ষীরোদসিন্ধু মন্থি তা'র
অন্তর হ'তে আহরি অমৃত তরুণ সমাজে এ বাঙ্‌লার
করিয়াছ পরিবেষণ যতনে ;—কেউ নাই আর বঙ্গে, হায়,
তোমার ত্যক্ত শূন্য আসন পূর্ণ করিয়া বসিবে তায়।

নহ নহ তুমি কভু নহ শুধু সুপ্রতিষ্ঠ অধাপক,—
তা'র চেয়ে তুমি ঢের বড়, যার সীমার নাইক নির্দ্ধারক।
আজীবন ছিলে বঙ্গবাণীর ভক্তপূজারী নিষ্ঠাবান্,—
মন-বনফুলে অর্ঘ্য রচিয়া চরণ-কমলে ক'রেছ দান।
সরস্বতীর তন্ত্রীতে তুমি পরায়ে দিয়াছ নূতন তার,
লহরে লহরে ঝঙ্কার উঠে ভুবন-ভুলানো মাধুরী যা'র।

নহ তুমি শুধু গতানুগতিক পথের পথিক সাহিত্যিক,—
নবীন মন্ত্র-দ্রষ্টা যে তুমি, স্রষ্টা যে, তুমি, হে ঋত্বিক্।
বাঙ্গালার তুমি 'রাবেলে' ছিলে যে, রসপণ্ডিত রসিকরাজ,
চিরদিন তব গৌরবগান গাহিবে দেশের সুধী সমাজ।

মরু-ভূমি সম বাঙ্গালী-বক্ষ বেদনা-বিধুর দাস্যবশ,—
তা'র 'পরে তুমি 'ফোয়ারা' বহালে, ঝরালে মধুর হাস্যরস।
'পাগলা ঝোরা'র বেতাল-নৃত্যে ব্যথার বাঁধন করিলে চূর!
'সাহারায়' দিলে সাহারার বুকে অশ্রুর সাথে হাসির সুর।

বিভীষিকা শুধু বিভীষিকা নয়, সুন্দরো আছে মিলায়ে তায়,
রূপখানি তা'র দেখা'লে নিপুণ তব 'ব্যাকরণ-বিভীষিকায়'!
কহি 'ককারের অহঙ্কারে'র কঠোর কাহিনী, 'অনুপ্রাস,'
রসতত্ত্বের ইঙ্গিত দিয়ে, মুখে ফুটাইলে অট্টহাস!

তুচ্ছ কথারে ফেনাইয়া তুলি রচিতে বিপুল ইন্দ্রজাল,
তোমার মতন যাদুকর আর ধরেনি বুকে এ দেশ বিশাল!
সুসমঞ্জস সমালোচনায় ছিলে অতুলন সুপণ্ডিত—
বিচারে তোমার কোনো ত্রুটি নাই, প্রকাশ প্রতিভা-বিমণ্ডিত।

পুরুষের, আর বিশেষ করিয়া নারী-চরিত্র বিশ্লেষণ
যে ভাবে ক'রেছ সূক্ষ্মদ্রষ্টা—মহাশক্তির নিদর্শন !
বঙ্কিমে তুমি ধন্য করেছ পূরাইয়া তাঁর মনের সাধ,—
লভিয়াছ শিরে, গৌরব, তাঁর ভালবাসা মাখা আশীর্ব্বাদ !

সারা বিশ্বের সাহিত্য কবে কোথায় কোন্ নারী পুরুষবেশ,
কোন্ সে পুরুষ নারীর ছদ্ম ধরেছিল কবে কোন্ সে দেশ,—
তোমার কৃপায় অতি অপরূপ সে কথা বঙ্গে হ'ল প্রচার—
তোমার জ্ঞানের পরিধি মাপিতে বাঙ্গলায় আছে শক্তি কা'র ?

শিশুরেও ভালবাসিতে কত যে, রহিয়াছে তা'র নিদর্শন,
তাদের প্রাণেও ব্যথা দিল আজ তোমার এ চির-অদর্শন।
চপল চিত্ত বশ করা মিঠে 'রসকরা' দিয়ে শিশুর দল
আপন করিলে, তাদের হাসিতে মুখরিলে তব হৃদয়তল !

'সাতনদী' হ'তে পুণ্যসলিল যতনে আনিয়া তাদের মন
ধৌত করিয়া অমল করিলে, তীর্থ করিলে চিরন্তন !
হে মহামনীষী, চরণে তোমার লক্ষ লক্ষ প্রণাম মোর,
লহ এ আমার পূজার অর্ঘ্য—বেদনাতপ্ত নয়নলোর।

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী।